তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭০

**ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ বিশ্বজয় করবে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ আগামী দিনে ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও বিশ্বজয় করবে বলে  আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে যমুনা গ্রুপের নতুন ফ্যাশন ব্র্যান্ড 'হুর' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামাজিক, অর্থনৈতিক-সহ সকল মানদণ্ডে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। উন্নয়নের সব সূচকে পাকিস্তানকে এমনকি কিছু সূচকে ভারতকেও  পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে।

Ôএ সময় ফ্যাশনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না, আগামী দিনে বিশ্বজয় করবে’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষরা শুধু অন্য দেশের ফ্যাশন অনুকরণ করবে না, আমাদের ফ্যাশনও অনুকরণীয় হয়ে উঠবে।  'হুর' ব্র্যান্ডের চেয়ারপার্সন সুমাইয়া ইসলাম রোজালিনকে তার উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন জানান মন্ত্রী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী  কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু Ôব্র্যান্ডিং’ এর ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বিশ্বে পরিচিতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি পোশাকের ব্র্যান্ডিং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। দেশের সীমানা পেরিয়ে 'হুর' ব্র্যান্ডটি বাংলাদেশকে সারা বিশ্বে পরিচিতি এনে দিক, কামনা করেন তিনি।

যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নূরুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গ্রুপের ভাইস চেয়ারপারসন সালমা ইসলাম এমপি এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে মনোরম ফ্যাশন শো'র মাধ্যমে 'হুর' ব্র্যান্ডের পোশাক প্রদর্শন করেন মডেলরা।

#

আকরাম/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/*২০২০/২১৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৯

**আইইডিসিআর-এর সাংবাদিক সম্মেলন**

**করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের প্রমাণ পাওয়া যায়নি**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 সাংবাদিকদেরকে নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে আজ সকাল ১১টায় আইইডিসিআর মিলনায়তনে বাংলাদেশে ২০১৯-nCoV (করোনা ভাইরাস) পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সাংবাদিকদেরকে সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইইডিসিআর-এর পরিচালক প্রফেসর ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

 সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে তিন বছরের একটি শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বাবা-মাসহ তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং পরীক্ষায় ২০১৯-nCoV সংক্রমণের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

 স্থানান্তরিত ৩ বছরের শিশু-সহ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আইসোলেশন ইউনিটে রাখা ১১ জন এবং উহান ফেরত সকল যাত্রীর অবস্থা এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে। কুর্মিটোলা হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে ভর্তি একজন উহান ফেরত যাত্রীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় পুনরায় গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে আশকোনা হাজী ক্যাম্পে ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

 কোয়ারান্টাইনকৃত যাত্রীদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও অভিভাবকদেরকে উদ্বিগ্ন না হতে অনুরোধ করা হয়েছে। অভিভাবকদের কেউ কেউ আশকোনা কোয়ারান্টাইন কেন্দ্রের প্রধান ফটকে অবস্থান করছেন। আইইডিসিআর-এ অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে প্রতিদিন বিকেল তিনটায় যাত্রীদের স্বাস্থ্যগত তথ্য অবহিত করা হবে।

#

ফ্লোরা/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০২০/২১.৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৮

**সাংবাদিকরা জাতিকে সদা জাগ্রত রাখে**

 **-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

নারায়ণগঞ্জ, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির সমস্যা ও সংকটে সঠিক পথ দেখায় সাংবাদিক সমাজ। এ দেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক জনতাকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একইভাবে নব্বইয়ের দশকেও স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যম ও সাংবাদিক সমাজ। মোদ্দাকথা, সাংবাদিকরা জাতির বিবেক হিসেবে কাজ করে জাতিকে সদা জাগ্রত রাখতে সহায়তা করে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওস্থ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে জাতীয় প্রেসক্লাব আয়োজিত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারবর্গের মিলনমেলা 'ফ্যামিলি ডে ২০২০' অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্তের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য লিয়াকত হোসেন খোকা, জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি সাইফুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন প্রমুখ।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/*২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭

**নদীভাঙন এলাকার মানুষের দায়িত্ব সরকারের**

 **-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

নেত্রকোণা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, নদীভাঙন এলাকার মানুষের দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। কংস নদের সমস্যা সমাধানেও সরকারের পরিকল্পনা আছে। এ লক্ষ্যে আগামী বর্ষার আগেই কাজ শুরু হবে।

আজ নেত্রকোণার বারহাট্টা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের তাঁতীবাজার এলাকায় কংস নদের ভাঙন এলাকা পরিদর্শনকালে স্থানীয় এলাকাবাসীর উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন।

এ সময় নেত্রকোণার সংসদ সদস্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) এ এম আমিনুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী আখতার, উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাঈনুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের হাওর এলাকার নদীভাঙন ও তীররক্ষাকল্পে প্রায় ৯০ কোটি টাকার প্রকল্প রয়েছে, যা বাস্তবায়নে এই অঞ্চলের মানুষ দুর্যোগে আপদকালীন রক্ষা পাবে ও ফসল বাঁচবে।

#

আসিফ/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/*২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬

**আড়াইহাজারে ফেরি চালুর লক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ কাজ করবে**

 **---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ), ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের খাগকান্দা ও কালাপাহাড়িয়ার মধ্যে নৌপথে যাতায়াতের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় ফেরি ও জেটি, নৌপথ ড্রেজিং এবং ওয়াকওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) আগামী সাত দিনের মধ্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবে। জাতির পিতার যেখানে পদধূলি পড়েছিল সেই কালাপাহাড়িয়া এলাকা আলোকিত হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের খাগকান্দা লঞ্চঘাট এলাকায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে এসব কথা বলেন।

 সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আড়াইহাজার পৌরসভার মেয়র সুন্দর আলী, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করীম ভূইয়া, আড়াইহাজার উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মুজাহিদুর রহমান হেলো সরকার ও খাগকান্দা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুল ইসলাম।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী আড়াইহাজার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে আড়াইহাজার উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৯৪৬ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৫

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

**রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে না যায়**

কক্সবাজার, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যেতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তারা মিয়ানমারের নাগরিক। সেখান থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার জন্য মানবিক কারণে সাময়িকভাবে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে অবশ্যই  মিয়ানমারে ফিরে যেতে হবে।

আজ কক্সবাজারের উখিয়াতে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী  বলেন, রোহিঙ্গাদের   কারণে   স্থানীয়রা   মানসিক   ও   পারিবারিকভাবে বিপর্যস্ত।  স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের   সার্বিক   সহযোগিতার   জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা-সহ দেশি বিদেশি এনজিওদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি রোহিঙ্গাদেরকে দ্রুত মিয়ানমারে   ফেরত   পাঠানোর   জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় তিনি কুতুপালংয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্প-৪ এক্সটেনশন এলাকায় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত মিনিপাইপড পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্বোধন করেন এবং উখিয়ার ময়নার ঘোনা   রোহিঙ্গা   ক্যাম্প-১২ এলাকায়  আইএমও পরিচালনাধীন সুপেয় পানির পাম্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি ক্যাম্প-২০ এক্সটেনশন এলাকায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় 'ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রকল্প’ এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক নির্মিত ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার-সহ বেশ কিছু রাস্তা ও স্থাপনা উদ্বোধন করেন।

  মন্ত্রী রোহিঙ্গা শিবিরের বেশ কয়েকটি পরিবারের সাথে কথা বলেন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র  সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সুশংকর চন্দ্র আচার্য্য, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ সাইফুর রহমান, অতিরিক্ত শরণার্থী,   ত্রাণ   ও প্রত্যাবাসন   কমিশনারদ্বয়   শামসুদ্দোজা ও মিজানুর   রহমান, অতিরিক্ত   জেলা   প্রশাসক   এসএম   সরওয়ার   কামাল,   উখিয়া   উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা  আমিমুল   এহসান   খান-সহ বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, আইওএম, আইএমও, ইউনিসেফ ও অন্যান্য দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, ক্যাম্প ইনচার্জ ও এনজিও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/*২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৪

**শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ না করার আহ্বান শ্রম প্রতিমন্ত্রীর**

গাজীপুর, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 গার্মেন্টস শ্রমিকদের কোনো সমস্যা নিয়ে বিদেশিদের কাছে নালিশ না করতে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। তিনি বলেন, দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। বিদেশিরা কোনো সমাধান দিতে পারবে না।

 আজ গাজীপুর বোর্ড বাজার এলাকায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফে়ডারেশনের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষা এবং ন্যায্য দাবি আদায়ে সরকার সবসময় তাদের পাশে থাকবে। যে কোনো সমস্যা সমাধানে মালিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। শ্রমিকরা কোনো সমস্যায় পড়লে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের স্থানীয় কার্যালয়ে লিখিতভাবে জানানোর জন্য তিনি শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

 পোশাক শিল্পকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে শ্রমিকদের শ্রম আর ঘামে। এ শিল্পের উন্নয়নে শ্রমিকদের আরো নিষ্ঠাবান হতে হবে। তিনি বলেন, কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নত হলেও উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মালিকের লাভ, শ্রমিকের লাভ, দেশের লাভ।

 বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফে়ডারেশনের সভাপতি জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম, বিজিএমইএ এর সাবেক সহসভাপতি
মোঃ হারুন অর -রশিদ, শ্রমিক নেত্রী নাজমা আকতার এবং শ্রমিক নেতা আসাদুল ইসলাম মাসুদ বক্তৃতা করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৯২৫ ঘণ্টা*

Handout Number : 463

**Shahriar Alam discusses human rights and trade issues with MEPs**

Dhaka, February 7 :

“Every society and country needs to find its own equilibrium through enacting and implementing legislations pursuant to its international human rights obligations”, observed Md. Shahriar Alam, State Minister for Foreign Affairs at a meeting yesterday at the European Parliament.

On the second day of his visit to Brussels, State Minister Alam had a meeting with Maria Arena, Member of the European Parliament (MEP) from the Group of Progressive Alliance of Socialists and Democrats and Chair of the Parliament’s Human Rights Committee.

Shahriar Alam explained to the MEP the objective and purpose of the Digital Security Act in Bangladesh in the backdrop of security threats experienced by many other countries in a comparable situation. He stressed that the law was aimed at preventing and prosecuting criminal acts in cyber sphere that could have destabilizing consequences for the society in general. He emphasized that there was no scope for undue harassment or restriction against media personnel under the law.

The State Minister exchanged views with MEP Arena about the human rights situation of the Rohingya in Myanmar. He thanked the MEP for issuing a statement in the wake of the recent provisional order issued by the International Court of Justice (ICJ) in the lawsuit filed by The Gambia against Myanmar. He urged the European Parliament to remain seized with the issue through its various monitoring mechanisms and tools towards facilitating the safe, dignified and voluntary return of the Rohingya to Myanmar.

The State Minister briefed the MEP about the key developments in the RMG industry in Bangladesh following the Rana Plaza tragedy. In view of the MEP’s particular interest in the business and human rights agenda, Alam requested the European policy-makers to engage with buyers and consumers to ensure fair prices for apparel sourced from Bangladesh for incentivizing the ongoing reform initiatives in the industry.

The State Minister gave a brief account of the measures taken by Prime Minister Sheikh Hasina’s government to strengthen democracy and human rights in the country. MEP Arena stressed the importance of following up on the European Union’s recommendations for further electoral reforms.

Earlier in the day, State Minister Alam had a bilateral meeting with Mr. Maximilian Krah, MEP from the Identity and Democracy Group and Rapporteur for South Asia in the European Parliament’s International Trade Committee (INTA).

They had detailed discussions on the issues raised at the multi-stakeholder event held on 05 February 2020 to take stock of the progress made in Bangladesh’s RMG industry and discuss the future potentials for EU-Bangladesh apparel trade.

MEP Krah assured of his support to sustain the momentum of positive narratives emanating from Bangladesh in reversal of the previously projected image of the country in the international context.

State Minister Alam also met some apparel industry actors in Brussels.

He exchanged views with representatives from the Bangladesh community in Brussels, and took note of their various suggestions concerning consular and other services. He invited members of Bangladesh community across political divide to join forces to observe the birth centenary of the Father of the Nation abroad in a befitting manner.

#

Tohidul/Mahmud/Mosharaf/Salim/2020/18.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬২

**তরুণরা রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি**

 **-- কৃষিমন্ত্রী**

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

Ôতরুণরা একটি রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি। দেশের প্রয়োজনে কঠিন অনেক কাজও করে ফেলেন তারা। যোগ্য তরুণ সমাজ দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারুণ্যের শক্তি হচ্ছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। তাদের কাছে জাতির অনেক আশা। তারুণ্যের জোয়ারকে বেঁধে রেখে নয়, সেই জোয়ারের শক্তিকে টারবাইনে স্থানান্তরিত করে দেশকে সম্মুখে এগিয়ে নিতে হবে বিদ্যুতের মতো।

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক আজ ধনবাড়ী সরকারি কলেজ মাঠে স্থানীয় তরুণের হাট সংগঠনের ১৬তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিগত ১১ বছর ধরে শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং তরুণদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করতে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

‘তারুণ্যের আলোয় দূর হোক অন্ধকার’ স্লোগানকে সামনে রেখে এবারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, কৃতী শিক্ষার্থী ও গুণিজন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের উপদেষ্টা রাসেল আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধনবাড়ী পৌরসভার মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, তরুণের হাটের পৃষ্ঠপোষক শামীম রহমান, অভিনেতা ফেরদৌস ও অভিনেত্রী মৌসুমী।

এর আগে মন্ত্রী ইউসিবিএল এর এজেন্ট ব্যাংক এর শাখা উদ্বোধন করেন।

#

গিয়াস/মাহমুদ/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/*২০২০/১৮০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১

**বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তিবাদী করে আলোর পথে ধাবিত করে**

 **---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরকে যুক্তিবাদী করে আলোর পথে ধাবিত করে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃজন করে। তাই সরকার বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারে নানাভাবে প্রণোদনা দিচ্ছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কউন্সিল থেকে প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া কর্মপরিবেশের সাথে পরিচিত করে দিতে শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ প্রদান করা হচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ প্রাঙ্গণে ‘১৩ম ডিআরএমসি ই-ভ্যালি ন্যাশনাল সায়েন্স কার্নিভাল-২০২০’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 তিনি বলেন, ক্ষুধা দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আগামী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে আরো বেশি বিজ্ঞান মেলা, আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করা উচিত।

 ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সায়েন্স ক্লাব আয়োজিত এ সায়েন্স কার্নিভালে সারা দেশের ১৫০টি স্কুল-কলেজ অংশগ্রহণ করেছে। দুই দিনব্যাপী এ কার্নিভালে প্রজেক্ট ডিসপ্লে, দেয়াল পত্রিকা, স্ক্র্যাপ বুক ডিসপ্লে, ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী, অলিম্পিয়াডস, আইকিউ টেস্ট, সায়েন্সফিকশন লিখন, কুইজ, সুডোকু প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থিত বক্তৃতা ও রোবোটিক ওয়ার্কশপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

 ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কাজী শামীম ফরহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সামিট পাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক লেঃ জেঃ আব্দুল ওয়াদুদ (অব.), সায়েন্স কার্নিভাল-২০২০ এর উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান ও ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের সায়েন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সাজিদ রায়হান বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৮৪২ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০

**চাঁপাইনবাবগঞ্জে নদী দখলকারীর সংখ্যা সর্বনিম্ন**

 **--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ স্থলবন্দর একটি সম্ভাবনাময় বন্দর। বন্দরটি ২০০১ সাল থেকে বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এ বন্দরকে অন্যতম স্থলবন্দরে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। সহজে মালামাল পরিবহনের লক্ষ্যে ১২ কিলোমিটার রেলপথ সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে ঢাকাস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি আয়োজিত Ô১০ম চাঁপাই উৎসব’ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী নদীকে ভালবাসেন, নদীর প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ অনেক, নদী রক্ষায় তারা সচেতন। নদী দখলকারীর তালিকায় তাদের সংখ্যা সীমিত ও সর্বনিম্ন। এটা আনন্দের বিষয়। মুজিববর্ষে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব ধরে রেখে নিজেদের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করতে তিনি চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সমিতির সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মোঃ উজির আলী ও সাবেক সভাপতি প্রকৌশলী মাহতাব উদ্দিন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/সেলিম/*২০২০/১৭২০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৯

**বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরছে ঢাকা আর্ট সামিট**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বাঙালির রয়েছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ চারু ও কারুকলা। চারুকলা বিষয়ক দক্ষিণ এশিয়ায় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত একটি প্রধান শিল্পকর্ম প্রদর্শনী ঢাকা আর্ট সামিট। এ ধরনের প্রদর্শনী যেমন জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করে মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়, তেমনি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০ সে ধরনের একটি নান্দনিক ও সৃজনশীল শিল্পকর্মের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ সকালে রাজধানীর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত নয় দিনব্যাপী (৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০) '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 কে এম খালিদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষকে সামনে রেখে ৫ম ঢাকা আর্ট সামিটের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'Lighting the Fire of Freedom Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman' শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনী যেটি সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (CRI) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৪৪টির অধিক দেশ থেকে আগত ৩২ জন কিউরেটর দল এবং ৫০০ জন শিল্পীর অংশগ্রহণে এবারের আয়োজন গতবারের তুলনায় আরো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যেটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। একইসঙ্গে এ আয়োজন দেশে দেশে সংস্কৃতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করতে সহায়ক হবে।

 বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন '৫ম ঢাকা আর্ট সামিট ২০২০' এর আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ফারুক সোবহান। স্বাগত বক্তৃতা করেন সামদানী আর্ট ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা নাদিয়া সামদানী।

#

ফয়সল/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৭২৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৮

**ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি স্থাপন করা হবে**

 **---আইনমন্ত্রী**

মাদারীপুর (শিবচর), ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য বিচারকদের প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশে একটি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি স্থাপন করা হবে।

 আজ মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমির জন্য সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।

 মন্ত্রী বলেন, শিবচর উপজেলাটি পদ্মার পাড়ে অবস্থিত। পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে শিবচর দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হবে। এছাড়া এখানকার নান্দনিক গুরুত্ব বেড়ে যাবে। সে কারণে শিবচরে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি স্থাপন করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। সাধারণ জনগণকে ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে শিবচরে একটি চৌকি আদালতও স্থাপন করা হবে।

 এসময় চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী আইনমন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে শিবচর উপজেলার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ঘুরে দেখান।

 পরিদর্শনকালে আরো উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মঞ্জর হোসেন বুলবুল, আইন সচিব মো. গোলাম সারওয়ার, যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা, মাদারীপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন খান, মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সভাপতি মুনির চৌধুরী, শিবচর পৌর মেয়র আওলাদ হোসেন খান প্রমুখ।

 এরপর মন্ত্রী ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলা আইনজীবী সমিতি আয়োজিত মতবিনিময় সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

#

রেজাউল/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৭১০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৫৭

**ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-সহ বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।

 বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে আধুনিক ও জনবান্ধব করে গড়ে তুলতে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পুলিশের জনবল ধাপে ধাপে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিশেষায়িত ইউনিট- পুলিশ ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমরা ইতোমধ্যে পুলিশ এন্টি টেরোরিজম ইউনিট এবং কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট গঠন করেছি। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুলিশ স্টাফ কলেজ ও বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি-সহ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আমরা পুলিশ সদস্যদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রও বৃদ্ধি করেছি। আগামীতে আমরা নারী ‍পুলিশের জন্য একটি স্বতন্ত্র ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করব।

 আমরা ২০০০ সালে পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের ভিত্তি গঠন করে দিয়েছিলাম। পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে ইতোমধ্যেই কমিউনিটি ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আমাদের সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ পুলিশে আজ গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখব।

 সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশে অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রায় ১০ হাজার কনস্টেবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সফলভাবে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ পুলিশ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ পুলিশের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ ইতোমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। জনগণ ৯৯৯ ব্যবহার করে এখন খুব সহজেই ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের সেবা পাচ্ছে।

 আমাদের সরকার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে একটি যুগোপযোগী, দক্ষ ও জনবান্ধব বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে আধুনিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

 জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন হতে হবে এবং সেবা প্রত্যাশীদের সর্বোত্তম আইনগত সহায়তা দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে।

আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/মাহমুদ/মোশারফ/আব্বাস/২০২০/১৭০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫৬

**ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৪ মাঘ (৭ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিষ্ঠা দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) এর ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসউপলক্ষে ডিএমপি’র সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস্-এ বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ-সহ বিভিন্ন সময়ে দেশের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক বীর পুলিশ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সময়ে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জীবন উৎসর্গকারী পুলিশ সদস্যদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

 বাংলাদেশ পুলিশের সর্ববৃহৎ ইউনিট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এই ইউনিটের সদস্যগণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ডিএমপি’র সদস্যগণ পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে নগরবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণ, নগরীর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ট্রাফিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নারী ও শিশুবান্ধব পুলিশিং ব্যবস্থা কার্যকর করা-সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা প্রদানে ডিএমপি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। ভবিষ্যতেও রাজধানীবাসীকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখবে-এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

 গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে পুলিশকে জনগণের বন্ধু হয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের এ গতিকে ত্বরান্বিত করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে নগরবাসী তা প্রত্যাশা করে।

 আমি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মাহমুদ/মোশারফ/*আব্বাস/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা*